বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০০৩-২০০৪

বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহের হিসাব সম্পর্কিত

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

এবং

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

(বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট ৭ টি প্রকল্পের হিসাব সম্পর্কিত)

প্রথম খন্ড

(নির্বাহী সার-সংক্ষেপ)

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়, ঢাকা।

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা।
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের মন্তব্য	১
মহাপরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তরের মন্তব্য	২
অডিট বিষয়ক তথ্য	৩-৫
অডিট আপত্তিসমূহ	৬
অনিয়ম ও ক্ষতির কারণ	৭
সুপারিশ	৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮ (১) ও ১২৮ (২) এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স এ্যাক্ট ১৯৭৪ সনের ২৪ নম্বর আইন) এর ধারা ৫(২) অনুযায়ী মহাপরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন মোট ৭ টি প্রকল্পের ২০০৩-২০০৪ ও তৎপূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের হিসাব নিরীক্ষাপূর্বক প্রণীত এ অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হ'লো।

স্বাক্ষরিত

(আসিফ আলী)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল।

তারিখ ১৯/১০/১৪১৩ বঃ।
০১/০২/২০০৭ খ্রিঃ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অতিরিক্ত কার্যাবলী) আইন (১৯৭৪ সনের ২৪ নম্বর আইন, ১৯৭৫ সালের সংশোধনীসহ) অনুযায়ী বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রকল্পসমূহের হিসাব নিরীক্ষার দায়িত্ব বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর উপর অর্পিত হয়েছে। বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর পক্ষে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক ২ টি মন্ত্রণালয়ের অধীন ৭ টি প্রকল্পের ২০০৩-২০০৪ ও তৎপূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের হিসাব নিরীক্ষা করতঃ ৯ টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম আপত্তি আকারে এ অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে (ক) বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন ৪ টি প্রকল্পের ৬ টি অনিয়মের আর্থিক সংশ্লেষ ১ কোটি ৮৮ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা, (খ) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন ৩ টি প্রকল্পের ৩ টি অনিয়মের আর্থিক সংশ্লেষ ২৩ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। এ সকল গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক অনিয়ম উত্থাপনে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ গভর্ণমেন্ট অডিটিং ষ্ট্যান্ডার্ডস, অডিট কোড, অডিট ম্যানুয়েল এবং প্রচলিত বিধি বিধান ইত্যাদি যথাযথভাবে অনুসরণ করেছেন। মূল আপত্তিসমূহ দ্বিতীয় খন্ডে এবং পরিশিষ্ট তৃতীয় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

স্বাক্ষরিত

তারিখঃ ১০-১০-১৪১৩বঃ
২৩-০১-২০০৭
খ্রিঃ

(মোঃ মোসলেম উদ্দীন)
মহাপরিচালক
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর,
ঢাকা।

অডিট বিষয়ক তথ্য (Information About Audit

❑ নিরীক্ষিত প্রকল্প সমূহ (Audited Projects):

১। বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ঃ

- ❖ বৃহত্তর ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ প্রকল্প (ফেজ-৪)। এডিবি ঋণচুক্তি নং ১৫০৫ ব্যান (এসএফ) অর্থায়নে বাস্তবায়িত।

- ❖ ২১০ মেগাওয়াট সিদ্ধিরগঞ্জ থারমাল পাওয়ার স্টেশন প্রকল্প। সি আই এস (রাশিয়া) অর্থায়নে বাস্তবায়িত।

- ❖ রিহেবিলিটেশন এন্ড মডার্নাইজেশন অব আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কমপ্লেক্স (ইউনিট ৩,৪ ও ৫) প্রকল্প। ডিআরজিএ (জাপান) অর্থায়নে বাস্তবায়িত।

- ❖ বৃহত্তর চট্রগ্রাম বিদ্যুৎ বিতরণ প্রকল্প (ফেজ-৩)। কেএফএইডি ঋণ- ৫৯৭ অর্থায়নে বাস্তবায়িত।

২। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ঃ

- ❖ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি পূনর্বাসন প্রকল্প (পার্ট-ডি) এডিবি-১৮২৫ব্যান (এস এফ) অর্থায়নে বাস্তবায়িত।

- ❖ উপকুলীয় বাঁধ পূনর্বাসন প্রকল্প (পর্ব-২) । আইডিএ ২৭৮৩ বিডির অর্থায়নে বাস্তবায়িত।

- ❖ চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প -৩। নেদারল্যান্ড অর্থায়নে বাস্তবায়িত।

❑ অডিট বৎসর (Audited Year)ঃ

উল্লিখিত প্রকল্পসমূহের নিরীক্ষার অর্থ বৎসরঃ

- **বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ঃ**
  - ❖ ২০০৩-২০০৪
  - ❖ ২০০২-২০০৩

- **পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ঃ**
  - ❖ ২০০৩-২০০৪
  - ❖ ২০০২-২০০৩

❑ অডিট কাল (Period of Audit)ঃ

- **বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ঃ**
- ১৬/০৩/২০০৫ হতে ২০/০৩/২০০৫ তারিখ পর্যন্ত।
- ১২/০৭/২০০৪ হতে ২২/০৭/২০০৪ তারিখ পর্যন্ত।
- ৩০/০৬/২০০৪ হতে ১১/০৭/২০০৪ তারিখ পর্যন্ত।
- ২৫/০৫/২০০৪ হতে ২১/০৬/২০০৪ তারিখ পর্যন্ত।

▪ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ঃ

- ১১.১২.০৪ হতে ২৫.০১.০৫ তারিখ পর্যন্ত।
- ২০.০৯.০৪ হতে ১৩.১১.০৪ তারিখ পর্যন্ত।
- ০৯.০৫.০৪ হতে ০৫.০৬.০৪ তারিখ পর্যন্ত।

- <u>অডিটের প্রকৃতি (Nature of Audit):</u>

  মান অনুসরণ (Compliance) অডিট

- **অডিটের উদ্দেশ্য (Objectives of Audit):**

• পিপি/ডিসিএ মোতাবেক প্রাপ্ত সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।
• সরকারী সম্পদের অপচয়, চুরি, ঘাটতি, ক্ষতি ইত্যাদি নিরূপণ এবং রাজস্ব (আয়কর/ভ্যাট) আদায় ও সরকারি কোষাগারে জমা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।
• আর্থিক/ ভান্ডার অব্যবস্থাপনার বিষয়াদি চিহ্নিত করা এবং সরকারি আর্থিক শৃংখলা নিশ্চিত করণ।

- **অডিট পদ্ধতি (Audit Methodology):**

• সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহ অডিটের জন্য নির্বাচনের পর প্রকল্প পরিচালকের অফিস হতে নিম্নোক্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়ঃ-
• আর্থিক বিবরণী।
• পিপি/টিএপিপি/ডিসিএ।
• অর্থ ছাড়পত্র (এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী)।
• প্রকল্পের ব্যাংক বিবরণী।
• প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যাদি ।

উপরে বর্ণিত ও প্রাসংগিক অন্যান্য তথ্যাদি বিশ্লেষণ এবং পরীক্ষামূলক স্থানীয় নিরীক্ষা।

অডিট আপত্তিসমূহঃ

ক্রমিক নং	শিরোনাম	জড়িত টাকা
ক	**বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ঃ**	
১।	ব্যাংক সুদ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৫ লক্ষ ৬২ হাজার
২।	অননুমোদিতভাবে পাওয়ার হাউস ভাতা পরিশোধ করায় প্রকল্পের আর্থিক ক্ষতি।	১৯ লক্ষ ৮২ হাজার
৩।	পিপি বহির্ভূতভাবে প্রকল্পের মালামাল বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের রেষ্ট হাউস ও অন্যান্য স্থানে প্রদান।	০৪ লক্ষ ৬৮ হাজার
৪।	অযৌক্তিক ক্রয়ের ফলে প্রকল্পের ক্ষতি।	২৯ লক্ষ ৫৭ হাজার
৫।	টেন্ডার সিডিউল ও স্টীল পোল বিক্রয় লব্ধ অর্থ ও ব্যাংক প্রদত্ত সুদের অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	১ কোটি ২৪ লক্ষ
৬।	পিপি বহির্ভূতভাবে খেলার মাঠ উন্নয়নের জন্য খরচ।	৪ লক্ষ ৫৮ হাজার
	মোট	১ কোটি ৮৮ লক্ষ ২৭ হাজার
খ	**পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়**	
১।	অননুমোদিতভাবে লামসাম টাকা পরিশোধ।	৪ লক্ষ ১০ হাজার
২।	ব্যাংক সুদ সরকারি হিসাবে জমা করা হয়নি।	৫ লক্ষ ৮১ হাজার
৩।	টেন্ডার সিডিউল ও অর্জিত ব্যাংক সুদ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৩ লক্ষ ৩৯ হাজার
	মোটঃ	২৩ লক্ষ ৩০ হাজার
	সর্বমোট ঃ	২ কোটি ১১ লক্ষ ৫৭ হাজার

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ (Causes of Irregularities and Losses):

- কার্যকর পরিকল্পনার অভাব।
- পিপি/ডিসিএ বহির্ভূত ব্যয়।
- সরকারী আর্থিক বিধি বিধান লংঘন।
- ক্রয়/নিয়োগ সংক্রান্ত বিধান লংঘন।

সুপারিশ (Recommendation):

- প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- রাজস্ব আদায় করে তা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- অনুমোদিত পি পি'র মধ্যে যাবতীয় ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখা আবশ্যক।
- দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা আবশ্যক।
- সকল ক্ষেত্রে অনিয়মসমূহের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।
- ক্রয়/জনবল/পরামর্শক নিয়োগ/ভান্ডার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকারী/উন্নয়ন সহযোগীর নিয়মনীতি অনুসরণ করা আবশ্যক।

বাঃসঃমুঃ-২০০৬/০৭-৩১৪৮কম/এ-৭০০ বই, ২০০৬।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০০৩-২০০৪

বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহের হিসাব সম্পর্কিত

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

এবং

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

(বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট ৭ টি প্রকল্পের হিসাব সম্পর্কিত)

দ্বিতীয় খন্ড

(নিরীক্ষা প্রতিবেদন)

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়, ঢাকা।

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা।
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের মন্তব্য	১
নিরীক্ষা আপত্তিসমূহের শিরোনাম ও জড়িত অর্থ	২
নিরীক্ষা অনুচ্ছেদসমূহ	৩
নিরীক্ষা অনুচ্ছেদ	৪-১২
মহাপরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তরের স্বাক্ষর	১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮ (১) ও ১২৮ (২) এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স এ্যাক্ট ১৯৭৪ সনের ২৪ নম্বর আইন) এর ধারা ৫(২) অনুযায়ী মহাপরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন মোট ৭ টি প্রকল্পের ২০০৩-২০০৪ ও তৎপূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের হিসাব নিরীক্ষাপূর্বক প্রণীত এ অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হ'লো।

স্বাক্ষরিত

(আসিফ আলী)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল।

তারিখ ১৯/১০/১৪১৩ বঃ।
০১/০২/২০০৭ খ্রিঃ।

নিরীক্ষা আপত্তিসমূহের শিরোনাম ও জড়িত অর্থ।

ক্রমিক নং	শিরোনাম	জড়িত টাকা
ক	**বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ঃ**	
১।	ব্যাংক সুদ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৫ লক্ষ ৬২ হাজার
২।	অননুমোদিতভাবে পাওয়ার হাউস ভাতা পরিশোধ করায় প্রকল্পের আর্থিক ক্ষতি।	১৯ লক্ষ ৮২ হাজার
৩।	পিপি বহির্ভূতভাবে প্রকল্পের মালামাল বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের রেষ্ট হাউস ও অন্যান্য স্থানে প্রদান।	০৪ লক্ষ ৬৮ হাজার
৪।	অযৌক্তিক ক্রয়ের ফলে প্রকল্পের ক্ষতি।	২৯ লক্ষ ৫৭ হাজার
৫।	টেন্ডার সিডিউল ও স্টীল পোল বিক্রয় লব্ধ অর্থ ও ব্যাংক প্রদত্ত সুদের অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	১ কোটি ২৪ লক্ষ
৬।	পিপি বহির্ভূতভাবে খেলার মাঠ উন্নয়নের জন্য খরচ।	৪ লক্ষ ৫৮ হাজার
	মোট	১ কোটি ৮৮ লক্ষ ২৭ হাজার
খ	**পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়**	
১।	অননুমোদিতভাবে লামসাম টাকা পরিশোধ ।	৪ লক্ষ ১০ হাজার
২।	ব্যাংক সুদ সরকারি হিসাবে জমা করা হয়নি।	৫ লক্ষ ৮১ হাজার
৩।	টেন্ডার সিডিউল ও অর্জিত ব্যাংক সুদ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৩ লক্ষ ৩৯ হাজার
	মোটঃ	২৩ লক্ষ ৩০ হাজার
	সর্বমোট ঃ	**২ কোটি ১১ লক্ষ ৫৭ হাজার**

নিরীক্ষা অনুচ্ছেদসমূহ

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদ নং-১ ঃ ব্যাংক সুদ বাবদ ৫ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণঃ

- প্রকল্পের তহবিল পরিচালনাকালে ব্যাংক সুদ বাবদ অর্জিত উপরোল্লিখিত পরিমান টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।

  (তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য)।

- উক্ত সময়ে জনাব আতাউল মাসুদ, প্রকল্প পরিচালক পদে এবং জনাব মোঃ আজিজুর রহমান পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) পদে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- প্রকল্প পরিচালক স্থানীয় জবাবে জানিয়েছেন যে, উক্ত হিসাব নম্বর অপারেট করেন পরিচালক (অর্থ ও হিসাব),তিনি তাঁহার জবাব দিবেন।

অডিটের মন্তব্যঃ

- এ পর্যন্ত জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশঃ

- অর্জিত সুদ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-২ঃ অননুমোদিতভাবে পাওয়ার হাউস ভাতা বাবদ ১৯ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা পরিশোধ করায় প্রকল্পের আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ

- ২১০ মেঃ ওঃ সিদ্ধিরগঞ্জ থারমাল পাওয়ার স্টেশন প্রকল্পটি উৎপাদনে যাওয়ার পূর্বেই বাস্তবায়ন কাজ চলমান অবস্থায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতীত প্রকল্প খাত হতে পাওয়ার হাউস ভাতা বাবদ উপরোল্লিখিত পরিমাণ টাকা প্রদান করা হয়।।
  (তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-২ দ্রষ্টব্য)।
- প্রকল্প ছকে এ ভাতার সংস্থান রাখা হয়নি।
- উক্ত সময়ে জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, জনাব এ,কে,এম মুকাদ্দস এবং জনাব আবুল হোসেন, প্রকল্প পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- ২১০ মেঃ ওঃ এম, টি পি এম প্রকল্পটি বিদ্যমান ৫০ মেঃ ওঃ সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার হাউস এলাকায় অবস্থিত বিধায় পিডিবির বোর্ড এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক পাওয়ার হাউস ভাতা প্রদান করা হয়েছে।.

অডিটের মন্তব্যঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পত্র এবং অনুমোদিত পিপিতে সংস্থান ব্যতিরেকে এ ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

অডিটের সুপারিশঃ

- দায়িত্ব নির্ধারণ করে সংশিষ্টদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে হবে।

অনুচ্ছেদ নং- ৩ ঃ পিপি বহির্ভূতভাবে প্রকল্পের ৪ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকার মালামাল বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের রেষ্ট হাউস ও অন্যান্য স্থানে প্রদান।

বিবরণঃ

- প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পিপি সংস্থান বহির্ভূত উপরে বর্ণিত টাকার মালামাল ক্রয় করা হয় এবং উহা প্রকল্প এলাকার বাইরে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের রেষ্ট হাউসে এবং অন্যান্য স্থানে প্রদান করা হয়। (তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-৩ দ্রষ্টব্য)।
- উক্ত সময়ে সর্ব জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, মোঃ মোফাজ্জল হক এবং মোঃ সামসুল আজম প্রকল্প পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- প্রকল্পের মালামাল ফেরৎ আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প কর্তৃপক্ষের নিকট পূর্ণাঙ্গ জবাব চাওয়া হয়েছে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- পিপি সংস্থান বহির্ভূত মালামাল ক্রয় এবং প্রকল্প বহির্ভূত কাজে প্রদান করা হয়েছে।

অডিটের সুপারিশঃ

- দায়িত্ব নির্ধারণ করে সংশিষ্টদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে হবে।

অনুচ্ছেদ নং-৪ ঃ ২৯ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকার মালামাল অযৌক্তিক ক্রয়ের ফলে প্রকল্পের ক্ষতি।

বিবরণঃ

- বিদেশী বিশেষজ্ঞদের আবাসিক ভবনে ব্যবহারের জন্য উপরোল্লিখিত টাকার বিভিন্ন প্রকার মালামাল প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্রয় করা হলেও নিরীক্ষা চলাকালীন সময় পর্যন্ত উক্ত ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়নি। উলেখ্য যে উক্ত ক্রয়কৃত মালামাল ক্রমান্বয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। (তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-৪ দ্রষ্টব্য)।
- উক্ত সময়ে সর্বজনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, মোঃ মোফাজ্জল হক এবং মোঃ সামসুল আজম প্রকল্প পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- বিদেশী বিশেষজ্ঞগণের আবাসনের জন্য নির্মিতব্য ভবনে সরবরাহের জন্য মালামাল ক্রয় করা হয়। নির্মাণ ঠিকাদারের রেট নিয়ে আদালতে মামলা থাকায় নির্মাণ কাজ বন্ধ থাকে। ক্রয়কৃত মালামালসমূহ বিদেশী বিশেষজ্ঞগণকে ব্যবহারের জন্য সরবরাহ করা হয়েছে।
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক কর্তৃপক্ষের নিকট পূর্ণাঙ্গ জবাব চাওয়া হয়েছে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- ভবন নির্মাণের পূর্বেই অযৌক্তিকভাবে ২৯ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকার মালামাল ক্রয় করায় প্রকল্পের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অডিটের সুপারিশঃ

- দায়িত্ব নির্ধারণ করে সংশিষ্টদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে হবে।

অনুচ্ছেদ নং-৫ঃ টেন্ডার সিডিউল ও স্টীল পোল বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং ব্যাংক প্রদত্ত সুদের অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

- টেন্ডার সিডিউল ও স্টীল পোল বিক্রয় বাবদ প্রাপ্ত ১ কোটি ৯ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা এবং ব্যাংক সুদ বাবদ অর্জিত ১৪ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা সর্বমোট আয় ১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়নি।
- এই আয় অন্যান্য আয় (প্রাপ্তি) হিসেবে আর্থিক বিবরণীতেও দেখানো হয়নি।
- অর্থ বিভাগের ০৪/০৪/২০০৫ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-অম/অবি/উবা-১/কর্মসূচী-১১৬/০২/১০৫১ মোতাবেক সরকারের নিজস্ব আয় সরকারি কোষাগারে জমাযোগ্য।
  (তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-৫ দ্রষ্টব্য)।
- উক্ত সময়ে জনাব এ,এইচ,এম আমিনুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- দরপত্র দলিল বিক্রয়লব্ধ অর্থ আয় হিসেবে নিজস্ব তহবিলে জমা করা হয়েছে। সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার কোন সুযোগ নেই।

অডিটের মন্তব্যঃ

- টেন্ডার সিডিউল ও স্টীল পোল বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং ব্যাংক প্রদত্ত সুদের অর্থ সরকারী কোষাগারে জমাযোগ্য।

অডিটের সুপারিশঃ

- আপত্তিকৃত সমুদয় অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৬ ঃ খেলার মাঠ উন্নয়নের জন্য ৪ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা পিপি বহির্ভূত খরচ ।

বিবরণঃ

- খেলার মাঠ উন্নয়নের জন্য পিপিতে কোন সংস্থান না থাকা সত্ত্বেও পিপি বহির্ভূতভাবে খেলার মাঠ উন্নয়নের জন্য উপরোল্লিখিত পরিমাণ টাকা খরচ করা হয়েছে।

  (তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-৬ দ্রষ্টব্য)।

- উক্ত সময়ে জনাব এ,এইচ,এম আমিনুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক এবং জনাব কাজল কান্তি চৌঃ নির্বাহী প্রকৌশলী পদে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- সংশোধিত পিপিতে এ কাজ অন্তর্ভুক্ত করা আছে।
- পিপি সংশোধন প্রক্রিয়াধীন আছে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ পিপি সংশোধন হওয়ার প্রমাণক পাওয়া যায়নি এবং সংশোধিত পিপি সরবরাহ করা হয়নি।

অডিটের সুপারিশঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক এই ব্যয় নিয়মিত করা আবশ্যক।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদ নং-১ ঃ অননুমোদিতভাবে লামসাম হিসেবে ৪ লক্ষ ১০ হাজার টাকা পরিশোধ।

বিবরণঃ

- প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক অনুমোদিত ওয়ার্ক অথরাইজেশন ও পরামর্শকের সুপারিশ ব্যতীত অননুমোদিতভাবে গড়াই নদীর গ্রোয়েন নং-৩ এর নদীরকুল সংরক্ষণ কাজে লামসাম হিসেবে উপরোল্লিখিত পরিমাণ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

  (তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-৭ দ্রষ্টব্য)।

- উক্ত সময়ে জনাব মোঃ আলী আকবর নির্বাহী প্রকৌশলী পদে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- নথিপত্র যাচাই করতঃ অতিসত্বর জবাব প্রদান করা হবে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- অনুমোদিত ওয়ার্ক অথরাইজেশন ও পরামর্শকের সুপারিশ ব্যতীত লামসাম হিসেবে ঠিকাদারকে পরিশোধ করা হয়েছে।

অডিটের সুপারিশঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-২ ঃ ব্যাংক সুদ বাবদ অর্জিত ৫ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।

বিবরণঃ

- প্রকল্পের জিওবি তহবিল অপারেটিং ব্যাংক হিসাবে সুদ বাবদ অর্জিত উপরোল্লিখিত পরিমাণ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।
  (তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-৮ দ্রষ্টব্য)।
- উক্ত সময়ে জনাব ডঃ সাইদুর রহমান, প্রকল্প পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- জিওবি তহবিল হতে অর্জিত সুদের টাকা বোর্ডের রাজস্ব হিসাবে জমা করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- বিবিধ আয় সরকারি কোষাগারে জমা যোগ্য।।

অডিটের সুপারিশঃ

- দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক অর্জিত সুদ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৩ ঃ টেন্ডার সিডিউল বিক্রয় বাবদ প্রাপ্তি এবং অর্জিত ব্যাংক সুদ ১৩ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান না করায় রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণঃ

- টেন্ডার সিডিউল বিক্রয় বাবদ প্রাপ্ত মোট ১১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং প্রকল্পের তহবিল পরিচালনায় প্রাপ্ত ব্যাংক সুদ বাবদ ১ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।
- অর্থ বিভাগের ০৪/০৪/২০০৫ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-অম/অবি/উবা-১/কর্মসূচী-১১৬/০২/১০৫১ মোতাবেক সরকারের নিজস্ব আয় সরকারি কোষাগারে জমা যোগ্য। (তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-৯ দ্রষ্টব্য)।
- উক্ত সময়ে জনাব জসিম ভুঁইয়া, নির্বাহী প্রকৌশলী পদে এবং জনাব পরেশ চন্দ্র রায়, হিসাব রক্ষণ অফিসার পদে এবং জনাব কে.এম. নাজমুল হক, নির্বাহী প্রকৌশলী, বিডব্লিউডিবি, নোয়াখালী পদে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- প্রাপ্ত অর্থ বোর্ডের আদেশ মোতাবেক বোর্ডের হিসাবে জমা করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- বিবিধ আয় সরকারি কোষাগারে জমা যোগ্য।।

অডিটের সুপারিশঃ

- দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক উল্লিখিত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

(মোঃ মোসলেম উদ্দীন)
মহাপরিচালক
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

তারিখ----১০-১০-১৪১৩ বঃ।
২৩-০১-২০০৭ খ্রিঃ।